ভোরের কাগজ

২৭/১০/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

উচ্চপর্যায়ে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের লবিং

ঢা.বির হলগুলোতে তল্লাশির সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি

কাগজ প্রতিবেদক : আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে তল্লাশির সিদ্ধান্ত নিলেও অবশেষে তা কার্যকর হয়নি। বিএনপির দুটি গ্রুপের দ্বন্দ্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণে বহিরাগত সন্ত্রাসী এবং অস্ত্র উদ্ধারের এই অভিযান ব্যর্থ হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

বিএনপির সূত্রে জানা যায়, বিএনপির উদীয়মান এক নেতা গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে রেইড দেওয়ার জন্য পুলিশের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। বিএনপির উক্ত নেতার সমর্থনপুষ্ট ছাত্রদলের জনৈক নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হল যার নিয়ন্ত্রণে নেই এই হল রেডের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে শক্তিশালী করার জন্য এই কৌশল গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। হল রেইডের মাধ্যমে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হল নিয়ন্ত্রণকারী নেতার আধিপত্য খর্ব করা এবং ঐ বিএনপি নেতার পছন্দের ছাত্রদল নেতাকে শক্তিশালী করাই এই রেইডের উদ্দেশ্য ছিল।

এই খবর ছাত্রদল নেতা নাসিরউদ্দিন পিন্টুর কাছে পৌঁছলে তিনি তার লবির বিএনপির নেতাকে দিয়ে যে কোনো মূল্যে হল রেইড স্থগিত রাখার ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানায়। বিএনপির উক্ত নেতা তখন বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হলগুলো রেইড করা থেকে বিরত রাখতে সমর্থ হন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে পুলিশি রেইড দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ করছেন ঢাকা বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার আনোয়ারুল ইকবাল। ভোরের কাগজকে তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে হলে বহিরাগতদের চিহ্নিত করতে অসহযোগিতা করছেন। আমরা ফোর্স নিয়ে সবসময় প্রস্তুত আছি হল রেইড করতে। একাধিকবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললেও কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন না।

তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে সহযোগিতা না করার বিষয়টি সত্য নয়। তবে এ বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। উপাচার্য বলেন, হলগুলোতে প্রভোস্ট, হাউজ টিউটররা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করায় এ বিষয়ে তারা কিছুটা রিল্যাকটেন্ট। তবে আমরা বলেছি, কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যরা যে কোনো সময় হল রেইড করতে পারেন।

হলের আবাসিক দ্বৈতাবাসিক এবং হলে থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত ছাত্র ছাড়া পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সবাইকে আটক করতে পারেন।